কালের কণ্ঠ

তারিখ 31 MAR 2018
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

কমলনগরে প্রবেশপত্র বাণিজ্য

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি ▷

লক্ষ্মীপুরের কমলনগরে আটটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এইচএসসি ও আলিম পরীক্ষার প্রবেশপত্র দেওয়ার সময় পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত টাকা আদায় করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। পরীক্ষা কেন্দ্রে ব্যয় ও কর্মকর্তাদের সম্মানীসহ নানা খাত দেখিয়ে প্রতি আলিম পরীক্ষার্থীর কাছ থেকে ৯০০ ও এইচএসসি পরীক্ষার্থীর কাছ থেকে ৫০০ টাকা করে আদায় করা হচ্ছে।

শিক্ষকদের একটি চক্র প্রবেশপত্র দেওয়ার নামে কয়েক লাখ টাকা হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে। প্রকাশ্যে শিক্ষকদের প্রবেশপত্র বাণিজ্যে পরীক্ষার্থী, অভিভাবক ও সচেতনদের ব্যক্তিদের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। এর আগেও ২০১৬ সালে কমলনগরের মাদরাসাগুলোতে অতিরিক্ত টাকা আদায় করা হয়। তখন বিষয়টি বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হলে মাদরাসার পরীক্ষার্থীদের ২০০ টাকা করে ফেরত দেওয়া হয়।

জানা গেছে, হাজিরহাট হামেদিয়া ডিগ্রি মাদরাসা, ফরাশগঞ্জ ফয়েজে-আম আলিম মাদরাসা, মাতাব্বরনগর দারুচ্ছুন্নাত আলিম মাদরাসা, জগবন্ধু ইসলামিয়া আলিম মাদরাসা ও চর মার্টিন মুন্সীগঞ্জ আলিম মাদরাসার ১৭৫ জন শিক্ষার্থী আলিম পরীক্ষায় অংশ নেবে। অন্যদিকে হাজিরহাট উপকূল কলেজের ৫৫৬ জন, কমলনগর কলেজের দুজন ও ফজুমিয়ার হাট স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে ১৩ জন পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার কথা রয়েছে।

শিক্ষার্থীরা জানায়, পরীক্ষা ফরম পূরণের সময় তাদের কাছ থেকে নির্ধারিত টাকার চেয়ে বাড়তি টাকা আদায় করা হয়েছে। ফের প্রবেশপত্র আটকিয়ে ৯০০ টাকা করে নিচ্ছে।

এক নারী অভিভাবক জানান, তাঁর ছেলে হাজিরহাট হামেদিয়া ডিগ্রি মাদরাসা থেকে আলিম পরীক্ষায় অংশ নেবে। প্রবেশপত্র নিতে গেলে ৯০০ টাকা দাবি করায় ছেলে বাড়ি ফিরে আসে; কিন্তু তার পক্ষে ৯০০ টাকা দেওয়া সম্ভব নয় জানিয়ে টাকা আদায়কারী শিক্ষকের কাছে ফোন করে বলেন, তাঁর কাছে ২৫০ টাকা আছে। এ টাকায় প্রবেশপত্র দিতে অনুরোধ করেন তিনি। কিন্তু শিক্ষক সাফ জানিয়ে দেন, কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত টাকার চেয়ে কম নেওয়া সম্ভব নয়।

টাকা আদায়ের দায়িত্বে থাকা ওই মাদরাসার শিক্ষক মাকছুদুর রহমান জানান, কর্তৃপক্ষ পরীক্ষার প্রবেশপত্র দেওয়ার সময় তাঁকে প্রতি পরীক্ষার্থীর কাছ থেকে ৯০০ টাকা করে নিতে বলেছে।

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা এফ এম আবদুল ওয়াজেদ তালুকদার বলেন, 'পরীক্ষার প্রবেশপত্র নিতে টাকা দিতে হয় বিষয়টি আমার জানা নেই। এ ব্যাপারে প্রতিষ্ঠান প্রধান ও পরীক্ষা কেন্দ্রের দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।'

এ বিষয়ে গতকাল শুক্রবার দুপুরে কমলনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ইমতিয়াজ হোসেনের মোবাইলে ফোনে কল করেও সাড়া মেলেনি।